পেগাসাস-ছায়ায় কাশ্মীরের নেতা থেকে সাংবাদিক

শ্রীনগর, ২৩ জুলাই: নরেন্দ্র মোদী সরকারের সমালোচক দিল্লিবাসী কাশ্মীরি সাংবাদিক ও সমাজকর্মীরা ছাড়াও কাশ্মীরের ২৫ জন বাসিন্দার ফোনে পেগাসাসের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়ে থাকতে পারে। অন্তত তেমনটাই দাবি পেগাসাসের ফাঁস হওয়া তথ্যভান্ডার নিয়ে তদন্তকারী সংবাদমাধ্যমগুলির।

ওই সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, সেই তথ্যভান্ডারে প্রথম সারির বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, রাজনীতিক, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের নম্বর রয়েছে।

এঁদের মধ্যে কেবল বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বিলাল লোন ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত এসএআর গিলানির ফোনে ডিজিটাল ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংবাদমাধ্যম জোটের সদস্য 'দ্য ওয়্যার'। তাদের দাবি, লোনের হ্যান্ডসেট বদলালেও ফোনে পেগাসাস হানার চিহ্ন মিলেছে। ২০১৯ সালে ওই ফোনকে নিশানা করে থাকতে পারে ইজরায়েলি সংস্থা এনএসও-র উপভোক্তা কোনও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপের আগে 'পিপলস ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে কাজ শুরু করেছিলেন বিলাল। তাঁর ভাই সাজ্জাদ 'পিপলস কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংগঠনের নেতা। 'দ্য ওয়্যার'-এর দাবি, যখন বিলালের ফোনে নজরদারি চালানো হয়েছিল তখনও তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। বিলালের বক্তব্য, "আমি আপাতত রাজনীতি থেকে সরে এসে বেকারির ব্যবসায়ে মন দিয়েছি। ফোনে নজরদারির কথা শুনতাম। তবে আমাকে নিশানা করা হতে পারে তা ভাবিনি। এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার ক্ষমতা আমার নেই।"

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গিলানি সংসদে জঙ্গি হামলায় গ্রেফতার হন। পরে তাঁকে মুক্তি দেয় সুপ্রিম কোর্ট। 'দ্য ওয়্যার'-এর দাবি, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তাঁর ফোনে পেগাসাসের মাধ্যমে নজরদারি হয়েছিল।

ফাঁস হওয়া তথ্যভান্ডারে রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির পরিবারের সদস্য, হুরিয়ত নেতা মিরওয়াইজ় উমর ফারুক, হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জামাই ইফতিকার গিলানি ও তাঁর ছেলে সৈয়দ নাসিম গিলানির নম্বর। মেহবুবা এ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তবে তাঁর কথায়, "নজরদারিতে কাশ্মীরিরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।" নাসিম গিলানির বক্তব্য, "আমার উপরে নজরদারি চালানো হয়ে থাকতে পারে।"

'দ্য ওয়্যার'-এর দাবি, মিরওয়াইজ়ের গাড়িচালকের নম্বরও রয়েছে ওই তথ্যভান্ডারে। মিরওয়াইজ়ের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানিয়েছেন, যে ভাবে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে তাতে তিনি উদ্বিগ্ন। 'দ্য ওয়্যার'-এর দাবি, তথ্যভান্ডারে রয়েছে সমাজকর্মী ওয়াকার ভাট্টি, সাংবাদিক মুজাম্মেল জলিল, আওরঙ্গজেব নাক্সবন্দি ও সুমীর কলের নম্বরও। দিল্লি ও উপত্যকার দু'জন ব্যবসায়ীর উপরেও নজরদারি চালানো হয়ে থাকতে পারে। রয়েছে মিরওয়াইজ় ঘনিষ্ঠ এক ধর্মগুরুর নম্বরও। *সংবাদ সংস্থা*

রাজ্যপাল, স্পিকার মুখোমুখি বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা

লোকসভার স্পিকারের কাছে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের নামে অভিযোগ করেছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার প্রায় এক ঘণ্টা মুখোমুখি বৈঠক করলেন তাঁরা। বৈঠকের পরে দু'তরফেই জানানো হয়েছে, রাজভবন ও বিধানসভার স্বতন্ত্র সাংবিধানিক সমন্বয় ও মর্যাদা রক্ষা নিয়েই কথা তাঁদের। ঘটনাচক্রে বিধানসভায় পাশ হওয়া অর্থবিল এ দিনই অনুমোদন করেছেন রাজ্যপাল। এই বিল আটকে থাকায় সরকারি কাজ বিঘ্নিত হচ্ছিল।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজভবন ও বিধানসভার দূরত্ব বাড়ছিল কিছুদিন ধরেই। সম্প্রতি দেশের অন্য রাজ্যের স্পিকারদের উপস্থিতিতে বিধানসভার কাজে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন স্পিকার। বিষয়টি সামনে আসার পরে স্পিকারকে মধ্যাহ্নভোজে ডেকে আলোচনা চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। রাজি থাকলেও স্পিকার তাঁকে জানান, খাওয়াদাওয়ায় বিধিনিষেধের কারণেই মধ্যাহ্নভোজ নয়, তিনি চা খেতে যেতে পারেন। তাতে রাজি হয় রাজভবন। সেই মতোই এদিন বিকেলে রাজ্যপাল ও স্পিকারের বৈঠক হয়।

জানা গিয়েছে, সৌজন্যের আবহেই আলোচনায় তাঁরা দুই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিধানসভা ও রাজভবনের মর্যাদা ও এক্তিয়ার সম্পর্কে কথা বলেছেন। তবে দীর্ঘ বৈঠকে পুরনো বিতর্কের কোনও প্রসঙ্গ এ দিন ওঠেনি। তবে রাজভবনে আটকে থাকা কয়েকটি বিল নিয়ে কথা হয়েছে তাঁদের।

সংবাদ মাধ্যমে তল্লাশির নিন্দায় সরব নানা মহল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই: কোভিড মোকাবিলায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হয়েছে বলেই একটি সর্বভারতীয় হিন্দি দৈনিক এবং লখনউয়ের একটি আঞ্চলিক সংবাদ চ্যানেলের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগকে দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে মনে করছে সম্পাদকদের সংগঠন এডিটরস গিল্ড অব ইন্ডিয়া। শুক্রবার একটি বিবৃতিতে এই মন্তব্যের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমকে হেনস্থা করা এবং বিরোধী স্বর বন্ধ করার জন্য আয়কর বিভাগের মতো সরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এডিটরস গিল্ড।

বুধবার রাত থেকে 'দৈনিক ভাস্কর' সংবাদপত্র এবং লখনউয়ের চ্যানেল 'ভারত সমাচার'-এর দফতরগুলিতে পুলিশ নিয়ে গিয়ে তল্লাশির নামে হেনস্থা করে আয়কর দফতরের কর্তা ও কর্মীরা। দু'টি সংবাদ মাধ্যমই কোভিড মোকাবিলায় যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের ব্যর্থতার নানা খবর সামনে এনেছে। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তাদের শিক্ষা দিতে এবং মুখ বন্ধ করতেই যে এই তল্লাশি, বিরোধীরা তা তুলে ধরে নিন্দা ও প্রতিবাদে সরব হয়েছে। বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণ্যন স্বামীও টুইট করেছেন— 'যে সময়ে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে, সেটা সরকারকে বিপাকে ফেলতে পারে। আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) প্রধানমন্ত্রীকে সব সময়ে সুপরামর্শ দিচ্ছে না।'

আয়কর দফতর শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে দাবি করেছে— তারা শুধুমাত্র আয়ব্যয়ের হিসেবপত্রই খতিয়ে দেখছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহারের অভিযোগ ঠিক নয়। কিন্তু এডিটরস গিল্ড দেখিয়েছে, কোভিড মোকাবিলায় যোগী সরকারের ব্যর্থতা ও অপদার্থতা নিয়ে সংবাদপত্রটি কী ভাবে ধারাবাহিক ভাবে সাহসী প্রতিবেদন প্রকাশ করে শাসক দলের বিরাগভাজন হয়েছে। গিল্ডের একটি ভার্চুয়াল আলোচনাসভাতেও সংবাদপত্রটির সম্পাদক ওম গৌর কোভিড মোকাবিলায় ব্যর্থতা এবং তার ফলে অজস্র মানুষের মৃত্যুর জন্য যোগী সরকারকে দায়ী করেছিলেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় গৌর একটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন, যার শিরোনাম ছিল— 'গঙ্গা মিথ্যে বলে না, তাই সে দেহ ফেরাচ্ছে'। সমাচার ভারতেরও অপরাধ, তারা সরকারি কোভিড হাসপাতালগুলির দুর্দশার চিত্র মানুষের সামনে ফাঁস করেছে। তার পরেই যে ভাবে এই দুই সংবাদ মাধ্যমের দফতরগুলিতে আয়কর দফতরকে দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে, তাতে অনেক কিছুই স্পষ্ট হয়ে যায়। গিল্ডের বিবৃতিতে নিউজক্লিক. কম-এর দফতরে সাম্প্রতিক ইডি-র তল্লাশিরও নিন্দা করে বলা হয়েছে, কৃষক আন্দোলন এবং সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের খবরের খুঁটিনাটি প্রকাশ করার 'অপরাধেই' সরকারের এই পদক্ষেপ। *সংবাদ সংস্থা*

এজলাস বদল নিয়ে সংঘাতে কৌঁসুলিরাও?

নিজস্ব সংবাদদাতা

নিয়মবহির্ভূত ভাবে অন্য এজলাসে মামলা স্থানান্তর নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দলের সমালোচনা করেছেন হাই কোর্টেরই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। এ বার কি আইনজীবীদের সঙ্গেও বিচারপতি বিন্দলের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? শুক্রবার আইনজীবীদের একাংশের তৎপরতা ঘিরে এই প্রশ্ন জোরদার হয়ে উঠেছে।

এ দিন বার অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকের পরে হাই কোর্ট পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। হাই কোর্ট সূত্রের দাবি, নিয়মবহির্ভূত ভাবে এজলাস বদল, ভার্চুয়াল শুনানির সমস্যা-সহ পাঁচ দফা দাবিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছে এ দিন স্মারকলিপি পেশ করেছে বার অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক ধীরাজ ত্রিবেদী সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। হাই কোর্ট পাড়ার খবর, হাই কোর্ট প্রশাসনের কাছ থেকে সোমবারের মধ্যে ওই স্মারকলিপি এবং দাবিপত্রের উত্তর না-এলে অ্যাসোসিয়েশনের অনেক সদস্য ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির এজলাস বয়কটও করতে পারেন।

সম্প্রতি বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ভার্চুয়াল শুনানির বেহাল পরিকাঠামো প্রসঙ্গে হাই কোর্ট প্রশাসনকে কার্যত তিরস্কার করেছিলেন। ঘটনাচক্রে, তার পরেই বিচারপতি ভট্টাচার্যের অজ্ঞাতে তাঁর এজলাস থেকে একটি মামলা অন্য এজলাসে সরানো হয়। লিখিত ভাবেই তার সমালোচনা করেন বিচারপতি। নারদ মামলায় হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি যে-ভাবে প্রথমে এক পক্ষের বক্তব্য শুনে নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন, বিচারপতি অরিন্দম সিংহ তার সমালোচনা করে চিঠি লিখেছিলেন অন্য বিচারপতিদের। এ ছাড়া, করোনা আবহে ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কোনও কোনও বিচারপতির দিক থেকেও।

জম্মুতে ড্রোন-হানা রুখল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীনগর, ২৩ জুলাই: ড্রোনের মাধ্যমে জম্মুতে বিস্ফোরণের চেষ্টা রোখা গিয়েছে বলে আজ দাবি করল পুলিশ।

আজ জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এডিজি মুকেশ সিংহ জানান, গত কাল রাত ১টা নাগাদ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে জম্মুর কানাচকে একটি ড্রোনের ঘোরাফেরার খবর মেলে। ড্রোনটি খুব নীচে নেমে আসে। তখনই সেটিকে গুলি করে নামায় পুলিশের কুইক রিয়্যাকশন টিম। তাতে পাঁচ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ছিল। পুলিশের দাবি, বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যই ড্রোনটিকে নীচে নামিয়েছিল জঙ্গিরা। সম্প্রতি জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ড্রোনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা।

অন্য দিকে, উত্তর কাশ্মীরের সোপোরের ওয়ারপোরা এলাকায় বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এক লস্কর কমান্ডার-সহ দুই জঙ্গি। পুলিশ জানিয়েছে, গত কাল পাকে ওয়ারপোরায় জঙ্গি গতিবিধির খবর পেয়ে অভিযানে নামে বাহিনী। পুলিশের দাবি, নিহত দুই জঙ্গির মধ্যে রয়েছে লস্কর নেতা ফয়াজ় ওয়ার। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পূজাবার্ষিকী ১৪২৮
প্রকাশিত
আনন্দমেলা
উপন্যাস
● শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ● স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ● কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
● সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ● রাজেশ বসু ● সুস্মিতা নাথ
● দেবারতি বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা
জয় গোস্বামী
সম্পূর্ণ ভূতুড়ে কমিক্স
বাদুড় বিভীষিকা
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
চিত্রনাট্য: প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি: সুমন্ত গুহ
গোগোলের অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স
গরাদহীন জানালায় রাক্ষস
কাহিনি: সমরেশ বসু
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়
রাপ্পা রায়ের হাসির কমিক্স
টার্নিং পয়েন্ট
কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
নানা স্বাদের নিবন্ধ
● যুধাজিৎ দাশগুপ্ত ● জয় সেনগুপ্ত
● চিত্রিতা চক্রবর্তী ● দেবমাল্য চক্রবর্তী
● সংবেত্তা চক্রবর্তী ● ঋষিতা মুখোপাধ্যায়
● অংশুমিত্রা দত্ত ● অচ্যুত দাস
গল্প
● প্রচেত গুপ্ত
● উল্লাস মল্লিক
● রাজশ্রী বসু অধিকারী
● অঙ্কন মিত্র
খেলাধুলো
মধুরিমা সিংহ রায়
চন্দন রুদ্র
শব্দসন্ধান এবং আমার কুইজ়
প্রচ্ছদ: কুনাল বর্মণ

পাতাবাহার

হার-না-মানা নারীদের লড়াইয়ের বিজয় সম্মানিত

একুশ শতকের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে নারীরা ভেঙে ফেলছেন যুগ যুগ ধরে চলতে থাকা অন্যায় রীতিনীতি। সেই সব হার-না-মানা কাহিনির লড়াই কি থেকে যাবে চোখের আড়ালেই? গর্ভনিরোধক পিলের বিখ্যাত ব্র্যান্ড সুবিধা,আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগিতায় নারীর সেই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে আয়োজন করেছিল এক বিরাট কর্মযজ্ঞের- 'সঙ্গে আছি তোমার'।

২২ মে, ২০২১ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগিতায় সুবিধা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নারীর জীবনযুদ্ধের কাহিনি হোয়াটস আপে জানানোর। 'সঙ্গে আছি তোমার'-এর এই ডাকে জমা পড়েছিল অসংখ্য কাহিনি। সেই সব কাহিনির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল দশজন অসামান্যা নারীকে, যাঁদের জীবনযুদ্ধ প্রেরণা জোগাবে অন্যদের। তাঁরা পরিচিত হলেন 'সুবিধার সেরা বন্ধু' হিসেবে। ১৮ জুলাই, ২০২১-এ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বিজয়ীদের সম্মানজ্ঞাপন করা হল সুবিধার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অর্পিতা চ্যাটার্জী ও সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুনীল কুমার আগরওয়াল।

বিজয়ীর শিরোপা পেলেন যাঁরা তাঁরা হলেন অ্যাডোলিনা গাঙ্গুলি, বসুধা বসু, দেবযানী দে, দেবলীনা ধর, ডঃ মধুমিতা সেনগুপ্ত, পিংকি চাকী, রমিতা ভাদুড়ি, সাগরিকা হাজরা, শুভ্রা সাহা এবং সুস্মিতা দাস। প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু, কেমন ছিল তাঁদের জার্নি?

দক্ষিণ কলকাতার অ্যাডোলিনা জানিয়েছিলেন চারটে মাস্টার্স ও কৃতী ছাত্রী হয়েও চব্বিশ বছর বয়সেই তাঁকে বিয়ে করতে হয়েছিল এমন পরিবারে যেখানে মেয়েদের চাকরি করলে সংসার করা চলে না। কিন্তু তাঁর স্বপ্নকে টলানো যায়নি এবং একটি বিখ্যাত বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তির সংস্থায় টেকনিক্যাল রাইটারের পদে তিনি যোগ দেন। একজন ভারতনাট্যম নৃত্যশিল্পী হলেও তিনি চর্চা করতে পারেননি পরিবারের চাপে। বিয়ের আগে তিনি বিভিন্ন বিউটি কনটেস্টে বিজয়ী হয়েছেন, রানার্স আপ হয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও মিসেস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তিনি। বর্তমানে তিনি গ্রুমারের কাজ করেন। তিনি মহিলাদের মধ্যে অনূর্ধ্ব তিরিশে গ্ল্যামার ও আইটি ফিল্ডে তাঁর অবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন।

আরেক বিজয়ী, নিউ আলিপুরের দেবযানী দে-র লড়াইটি আবার অন্যরকম ছিল। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বাবা-মা'র দাম্পত্য কলহ ও আত্মীয়স্বজনের বিমুখতার মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। বিয়ের পরে স্বামী ও তার পরিবারের বিভিন্ন বাধার মুখেও প্রবল মানসিক চাপ নিয়েও নিজের স্বপ্ন সফল করেছেন। কলকাতার ডঃ মধুমিতা সেনগুপ্ত ইকনমিক্সে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে কর্মরত। একা হাতে ঘরে-বাইরের দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা সামলে নিজের ছোট্ট ছেলেকে মানুষ করে তুলতে উনি বদ্ধপরিকর। বেহালার বসুধা বসু পরিবারের বাধা বিপদ কাটিয়ে অধ্যাপনায় এখন এক পরিচিত মুখ। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি ও নাচও করেন। মডেলিং সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল ধারণা তুড়ি মেরে উড়িয়ে বিখ্যাত এক সংস্থার হয়ে মডেলিং-ও করেছেন।

পাটুলির সাগরিকা হাজরা স্বপ্ন দেখতেন ফিল্ম ডিরেক্টর হওয়ার। পরিস্থিতির চাপে ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর বই প্রকাশিত হয়, পুরস্কৃতও হয়। নিজের টিম তৈরি করে তিনি শর্ট ফিল্ম ও ডকুমেন্টরি করেন। তাঁর পরিচালিত শর্ট ফিল্ম-এর জন্য তিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও সম্মানিত। নারীদের জীবনসংগ্রামের কথা তুলে ধরাই তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য।

এমনই অসামান্যা নারী সকলেই। তাঁরা নিজেদের কাঙ্খিত স্বপ্নের দিকে এগিয়ে চলেছেন কোনওরকম প্রতিকূলতার তোয়াক্কা না করে। কোনও পরিস্থিতিতেই মনোবল হারাননি। নিজেদের স্বপ্ন সফল করতে নিজেরাই তৈরি করেছেন পথ, সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বেছে নিয়েছেন নিজেদের দৃঢ়তা। সুবিধাও এভাবেই নারীশক্তিকে সুযোগ দেয় নিজের অন্তরের সাহস ও দৃঢ়তাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলতে। যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, সেই দশজন অসামান্যা নারী তো বটেই, যাঁরা নিজেদের জীবনযুদ্ধের গল্প পাঠিয়েছেন আমাদের হোয়াটস আপে, তাঁদের সকলেই এই সমাজের কাছে প্রেরণা। আগামী যুগের পথ দেখাচ্ছেন তাঁরাই। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে 'সুবিধা' ধন্য।

Suvida গর্ভনিরোধক পিল
PRESENTS
সঙ্গে আছি তোমার
সহযোগিতায়
আনন্দবাজার পত্রিকা

"সুবিধা পঁচিশ লাখেরও বেশি মহিলার কাছে পৌঁছে গেছে। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও সুবিধা নিজের পরিচিতি তৈরি করেছে। আমরা আশা রাখি সুবিধা নারীকে আরো শক্তিময়ী করে তুলবে।"
- সুনীল কুমার আগরওয়াল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

"নারী হিসেবে সন্তানধারণ আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এ যুগে দাঁড়িয়ে আমি মনে করি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি আমাদের হাতে থাকুক। সুবিধা আমাদের সেই শক্তি এনে দিয়েছে। নারীরা আরো বলীয়ান হয়ে উঠবে এই আমার স্বপ্ন।"
- অর্পিতা চ্যাটার্জী, অভিনেত্রী